15 OCTOBER WORLD DAY Rural Women's Day

WWSF Prize Women's Creativity in Rural Life©

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২২

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নারীর বহুমাত্রিক ঝুঁকি

এখনই প্রয়োজন জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ

১. ভূমিকা

গ্রামীণ নারীর অবদানকে স্বীকৃতিদান ও তাদের অধিকারগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে বিশ্বের প্রায় সকল দেশে ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিশ্বজুড়ে সকল নারীর অবস্থা ও অবস্থান এক নয়। এই নারীদের মধ্যেও গ্রামীণ নারীরা অধিক অবহেলিত। কেননা তাদের কর্ম, অবদান এবং অপ্রাপ্তিগুলো অদেখাই থেকে যায়। তাই বলা হয় নারীরা দরিদ্রদের মধ্যেও দরিদ্রতম। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরিপূরক। দিবস দুইটি যেমন এক নয় তেমনি একটি আরেকটির বিরোধাত্মকও নয়।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রে এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

- -২০২১ : করোনায় বাল্যবিয়ের আশংকাজনক হার বৃদ্ধি: প্রয়োজন কঠোর সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ
- - ২০২০: কোভিডকালীন নারীর প্রতি সহিংসতা: আমাদের করণীয়
- -২০১৯ : শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ বন্ধ কর; আওয়াজ তোল এখনই
- -২০১৮ : পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত কর
- -২০১৭ : সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- -২০১৬ : কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গিকার।
- -২০১৫ : কীটনাশকের বিকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর জীবন বাঁচাও।

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করে আসছে। জাতীয় উদযাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করে। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রমাতা, রত্নগর্ভা মা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়। গত বছর প্রায় ৪০টি জেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৪০টিরও বেশি জেলাতে এই দিবসটি পালন করা হবে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৫. 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নারীর বহুমাত্রিক ঝুঁকি এবং এবারের প্রতিপাদ্য:

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় তারই আলোকে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করছে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নারীর বহুমাত্রিক ঝুঁকি: এখনই প্রয়োজন জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ'** দিবসটি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি প্রস্তুতিমূলক সভায় মিলিত হয়ে এই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন।

৬. প্রেক্ষাপট:

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশে বহুমাত্রিক। এর কারণে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, নিম্নাঞ্চল, পার্বত্য, হাওরাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা এবং পরিবেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। উপকূলীয় এলাকায় প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় কিংবা জলোচ্ছ্বাসের আঘাত নিয়মিত ঘটনা। অন্যদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নিম্নাঞ্চল নিমজ্জিত ও লবণাক্ত পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এই অঞ্চলের মানুষের জীবন, জীবিকা, কৃষি, স্বাস্থ্যসহ সকল কিছুর ওপর। আর যেকোন দুর্যোগের প্রথম শিকার হয়ে থাকে সাধারণত নারী ও কিশোরীরা। গত কয়েক দশকের হিসাবে উপকূলীয় এলাকায় পানির লবণাক্ততা বেড়েই চলেছে। এ অঞ্চলে বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় গ্রীষ্মকালে পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়ে।

লবনাক্ততা বৃদ্ধি ও নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য:

আইসিডিডিআরবি'র এক গবেষণা বলছে, খাবার পানির সঙ্গে যে পরিমাণ লবণ নারীদের দেহে প্রবেশ করছে তার প্রভাবে দেশের অন্য অঞ্চলের তুলনায় উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের গর্ভপাত বেশি হচ্ছে। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে যেসব নারী চিংড়ি রেণুপোনা সংগ্রহের কাজ করে তাদেরও প্রজনন স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত লোনা পানির দৈনন্দিন ব্যবহারের ফলে জরায়ুসংক্রান্ত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী নারীরা। সেজন্য অল্প বয়সেই জরায়ু কেটে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন এ অঞ্চলের অনেক নারী। দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা করানোর মতো অর্থনৈতিক সচ্ছলতা না থাকার কারণে বেশির ভাগ প্রান্তিক নারী জরায়ু কেটে ফেলাকেই স্থায়ী সমাধান মনে করছেন। কিন্তু এর ফলে তাদের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক সমস্যা আরো বেড়ে যাচ্ছে। অনেকের ভেঙে যাচ্ছে সংসার। এক পরিসংখানে দেখা গেছে, দেশে প্রতিবছর যে কয়েক লাখ নারী জরায়ু ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ উপকূলীয় অঞ্চলের নারী।

এছাড়া, নারীরা দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজ যেমন- গোসল করা, কৃষি কাজ, গবাদিপশু পালন, চিংড়ির পোনা ধরাসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজে লবণাক্ত পানি ব্যবহারের কারণে লিউকোরিয়াসহ সাধারণ পানিবাহিত রোগ এবং চর্মরোগের সংক্রমণে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির দৈনিক ৫ গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু উপকূলীয় এলাকার মানুষকে দৈনিক ১৬ গ্রামের অধিক লবণ খেতে হচ্ছে, যা দেশের অন্য এলাকার জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক গুণ বেশি। খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন উপজেলার গর্ভবতী নারীদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণা অনুযায়ী, অতিরিক্তি লবণাক্ত পানি গ্রহণের ফলে নারীদের জরায়ু রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, গর্ভকালীন খিঁচুনি, গর্ভপাত, এমনকি অপরিণত শিশু জন্ম দেয়ার হার বেড়েছে। মিঠা পানির অভাবে এসব অঞ্চলের নারী ও কিশোরীদের মাসিককালিন পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন সবচাইতে বেশি বিঘ্নিত হচ্ছে। কক্সবাজারের কুতুবদিয়ার কিশোরীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এখানকার অধিকাংশ মেয়েরা মাসিকের সময় কাপড় ব্যবহার করে যা তারা লোনাপানি দিয়ে পরিষ্কার করতে বাধ্য হয়। ফলে দিন দিন তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। আরো জানা গেছে, এসময় তারা স্কুল কামাই করে। কারণ অধিকাংশের স্যানিটারি প্যাড কেনার সামর্থ্য নেই। আবার অল্প সংখ্যক কিশোরী যারা স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করে উপযুক্ত শুকনো জায়গার অভাবে তা সঠিকভাবে ডিসপোজ করতে পারেনা তারা।

পার্বত্য ও হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের পার্বত্য তিন জেলার ভূমি, ফসল উৎপাদন ও পানি ব্যবস্থাপনার ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ায় এসব অঞ্চলেও নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বন উজাড় হওয়ার কারণে পাহাড়ি ছড়াগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে পাহাড়ি নারীদের এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে গিয়ে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এমনিতেই পাহাড়ি নারীরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে, তার ওপর পাহাড়ি উঁচু-নিচু পথ বেয়ে পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিকে পাহাড়ি রাস্তায় নিরাপত্তাহীনতা আরেক উদ্বেগের বিষয়। পাহাড়ি দুর্গম রাস্তায় নারীর ওপর সহিংসতা, যৌন নির্যাতন ইত্যাদির মধ্যেই তাদের দিন যাপন করতে হয়। হাওড় অঞ্চলের নারী ও শিশুদের চিত্রও ব্যতিক্রম কিছু নয়। বছরের ছয় মাস পানিবন্দি অবস্থায় খাদ্য সংকট, যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা সবই দুর্লভ হয়ে পড়ে। এসময় জরুরি প্রসূতি সেবার অভাবে অনেক মা ও নবজাতক মৃত্যুর মুখে পড়ে। যারা বেঁচে থাকে তারা পুষ্টিহীনতাজনিত নানান রোগে ভূগতে থাকেন।

শিশুবিবাহের ঝুঁকিতে কিশোরীরা:

জলবায়ু পরিবর্তনের কিশোরীদের আঠারো পূর্ণ হওয়ার আগে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বছর বছর ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে আক্রান্ত পরিবারগুলো যখন ঘরবাড়ি হারাচ্ছে, তখন

সেই পরিবারের শিশুরা অর্থ উপার্জনের জন্য কাজে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে। শিশুদের নানা ধরনের নির্যাতনের পাশাপাশি কন্যাশিশুদের অনেক পরিবার দ্রুত বিয়ে দিচ্ছে। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে এবং দ্রুত মা হতে গিয়ে কিশোরী মায়েরা মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়ছে। একজন কিশোরী মা জন্ম দিচ্ছে আরেকজন অপুষ্ট শিশু। সবার আগে কিশোরীর যে শারিরীক ও মানসিক ক্ষতি হচ্ছে তা তাকে জীবন ভর টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

৭. প্রয়োজন জরুরী পদক্ষেপ:

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সঠিক সময় এখনই। যদিও এর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সরকার সচেতনতা ও অভিযোজনবিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে কিন্তু তথাপি সমস্যাগুলো এখনো বিদ্যমান। বিশেষ করে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য চরম ঝুঁকির মুখে। উল্লেখ্য, সরকার বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকসন (এনএপিএ) অভিযোজন সমাধানের অংশ হিসেবে ব্যাপকভাবে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতি, কৌশল এবং পদক্ষেপে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে ন্যাশনাল ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্লানও তৈরি করেছে।

অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা মোকাবিলায় বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন বা সহনশীলতার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছয় বছর মেয়াদি (জানুয়ারি-২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪) একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর। এছাড়া উপকূলে নারী স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে নারী সংবেদনশীল সতর্কীকরণ ও দুর্যোগ প্রস্তুতি ব্যবস্থা গড়ে তোলার এবং প্রজননস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব নারীর স্বাস্থ্যের ওপর এখনো বিদ্যমান। এই বিবেচনায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া জরুরী-

ক. উপকূলীয় অতি লবনাক্ত এলাকায় সরকারী খরচে পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে যাতে সুপেয় পানির পর্যাপ্ততা নিশ্চিত হয়। একইভাবে হাওড় এবং পার্বত্য এলাকায় সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তাদের দূর-দূরান্ত থেকে পানি সংগ্রহ করতে না হয়।

খ. ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রশিক্ষিত নার্সসহ নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত ও বিনামূল্যে উপকরণ (স্যানিটারি প্যাড, জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ ইত্যাদি) সরবরাহ করতে হবে।

গ. অতি লবনাক্ত এলাকায় নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষায়িত পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ ভিজিডি কার্ড বিতরণ করতে হবে।

ঘ. হাওর ও উপকূলের নারীদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য স্থানীয় নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং কাঁচামাল সরববাহের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাত নিশ্চিত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জেলা কমিটিসমূহ

খুলনা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	বাগেরহাট	সভাপতি	উদয়ন বাংলাদেশ	শেখ আসাদ	০১৭১৪০৮৩৬৭০
		সম্পাদক	ভয়েস অফ সাউথ বাংলাদেশ	মো. শহীদুল ইসলাম	০১৭৪৯০৭০৮৪৫
২.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	চুপড়িয়া মহিলা সমিতি	বেগম মরিয়ম মান্নান	০১৭১২১১৫৬৭২
		সম্পাদক	মৌমাছি	সুশান্ত মল্লিক	০১৭১৪৯৪৯৫৯৩
৩.	যশোর	সভাপতি	পি জি কে	আ. শ. ম. আশরাফুল হাসান তাইমুর	০১৭১২২২৬৬২৭
		সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	ডা: সাফিয়া খানম	০১৭১৬১৩১৭২০
৪.	মাগুরা	সভাপতি	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	আছমা আলতাফ	০১৭২৯৯১৭৩৬৯
		সম্পাদক	স্বপ্নীল ফাউন্ডেশন	আ: হালিম	০১৭১২৬৪৬৫৫২
৫.	নড়াইল	সভাপতি	নিত্যজোট	রওশন আরা কবির লিলি	০১৭১২৯৩১৫২৪
		সম্পাদক	স্বাবলম্বী	কাজী হাফিজুর রহমান	০১৭১৬১০৬১০৫
৬.	চুয়াডাঙ্গা	সভাপতি	সমাজ কর্মী	শহিদুল হক বিশ্বাস	০১৭১৭৭৪৮৪০৪
		সম্পাদক	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	মে: ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১১২৮০৪৫৯
৭.	ঝিনাইদহ	সভাপতি	সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	এম. শাহজাহান আলী	০১৭১১৪৪৮৮০৯
		সম্পাদক	দেশ চেতনা	মো. রাশেদুল হক	০১৭১১২৭৪৭৮১
৮.	কুষ্টিয়া	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান	সালমা সুলতানা	০১৭১১৯৫১২১২
		সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	এস নজরুল ইসলাম	০১৭১১৪০৮৬৩৯
৯.	খুলনা	সভাপতি	মাসেস	শামীমা সুলতানা শীলু	০১৭১৫১০৬৮৯০
		সম্পাদক	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন সমন্বয়ক, অপরাজিতা, রুপান্তর	সৈয়দা সুবাহ শবনম	০১৬৮৫৮৩১৫৮৪
১০.	মেহেরপুর	সভাপতি	সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	মইন-উল-আলম	০১১৬৫৪৫৪৬১
		সম্পাদক	সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অব হিউম্যান রাইটস	আবু আবিদ	০১৭৭০৫৭৯৩১৩

রাজশাহী বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	সভাপতি	সমতা নারী কল্যাণ সংস্থা	মো. নজরুল ইসলাম	০১৭১৪০৪৯৪৬৯
		সম্পাদক	সংগঠক	লিমা	০১৭১৬২০৩৪৮৫
২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	গৌরী চন্দ সিতু	০১৭১০৯৬৭৩৪৫
		সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	জাফরুল আলম	০১৭১৫৪৮৩৮৬৬
৩.	নাটোর	সভাপতি	অনির্বান কর্মসংস্থান	প্রভাতী রাণী বসাক	০১৭১৫১৬৯৫৬২
		সম্পাদক	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ্ধ	দিলারা বেগম পারুল	০১৮২১৯৫২৭৩৩
৪.	পাবনা	সভাপতি	সূচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	পূর্নিমা ইসলাম	০১৭১১১৪২৮৭৬
		সম্পাদক	কারিগরি মহিলা সংস্থা	মনোয়ারা পারভীন	০১৭১৯৩২৯৪৪৯
৫.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ প্রগতি সংস্থা	মো. করিম বক্স	০১৭১৪৮০১৯০৩
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভলপমেন্ট	হোসনে আরা জলি	০১৭১৬৬০০৭২৮
৬.	জয়পুরহাট	সভাপতি	উপমা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সুজন কুমার মণ্ডল	০১৭১২৪৭৫৮২৪
		সম্পাদক	প্রামডো	হৈমন্তী সরকার	০১৭১৪৪৩১৩১৫
৭.	নওগাঁ	সভাপতি	সাংবাদিক	মো: কায়েস উদ্দীন	০১৭১৮৯৭১৮৩৫
		সম্পাদক	জন নীড় ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নাজমা আখতার লিপি	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭
৮.	বগুড়া	সভাপতি	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	শেখ মো. আবু হাসনাত	০১৭১১৩০২৪৭০
		সম্পাদক	পেস্ট	রুমানা আক্তার রুমা	০১৭১২৯২৩৫২৩

রংপুর বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	দিনাজপুর	সভাপতি	উপকার সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	মো. তমাল উদ্দিন	০১৭১৪৩২৪১৪৬
		সম্পাদক	এসসিডিএফ	সেলিনা হক	০১৭১২৬৯৯৬২৭
২.	রংপুর	সভাপতি	পাস	কে এম আলী সম্রাট	০১৭১২২২৫৮৫২
		সম্পাদক	জে এস কে এস	রুবিনা বেগম	০১৯১৬৫১১৩৩০
৩.	গাইবান্ধা	সভাপতি	গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা	মো. আব্দুল মান্নান	০১৭১৬৫১৭৪১২
		সম্পাদক	এলআরসি	শামীম সরকার	০১৭৩৪১৭৩১৮২
৪.	নীলফামারী	সভাপতি	ড্রিম অব সেশন (ডন)	রেজাউল করিম সাজু	০১৭২০৬৫৩৬৯৩
		সম্পাদক	ঢাকা সিঙ্গেল উইম্যান এসোসিয়েশন	জাকিয়া সুলতানা নীলা	০১৭১২৬০৮৯১২
৫.	লালমনিরহাট	সভাপতি	ফিডা	ফিরোজা বেগম	০১৭১৬৬৫৬৪৫৯
		সম্পাদক	জে. এস. কে. এস	মো. মিজানুর রহমান	০১৭১৮৬১৭৩২৮
৬.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	আকস	মোছা:রাবেয়া বেগম	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	আম্বিয়াতুন জান্নাত	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	সভাপতি	রুরাল সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	মো. নাজমুল হুদা	০১৩০৭৪৩৫২৪৬
		সম্পাদক	সবার তরে আমরা ফাউন্ডেশন	মনিরা বেগম	০১৭১৯৭৫৯৩৮০
৮.	পঞ্চগড়	সভাপতি	ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা	মো. নাজিম উদ্দীন	০১৭১১৪৫১৯৪৯
		সম্পাদক	বিকাশ বাংলাদেশ	আলাউদ্দীন প্রধান	০১৭৩০০১৭২০০

বরিশাল বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	পটুয়াখালী	সভাপতি	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	ডা. সামসুন নাহার ডলি	০১৯১৩৫৪৩৩০১
		সম্পাদক	বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন	জায়েদ ইকবাল খান	০১৭৯৩১১৭৫৯৩
২.	ঝালকাঠি	সভাপতি	নলছিটি মডেল সোসাইটি	মো. খলিলুর রহমান	০১৭২১৪৩০৭১৪
		সম্পাদক	সাইডো	সৈয়দ হোসাইন মো: কামাল	০১৭৭৯৪৪৪৯৬১
৩.	বরিশাল	সভাপতি	আই সি ডি এ	আনোয়ার জাহিদ	০১৭১৫০৩১৫৮৪
		সম্পাদক	চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	জাহানারা বেগম স্বপ্না	০১৭১২০০১০৮৮
৪.	বরগুনা	সভাপতি	ভিলেজ লাইভলিহুড কমিটি	নাসিমা বেগম	০১৭৫২৯০৪১৮৬
		সম্পাদক	ভাওকর হাফগ্রেড হাইস্কুল	আব্দুস সালেক	০১৭২৬ ৪৫৫২৬৫
৫.	ভোলা	সভাপতি	সভানেত্রী জনসংগঠন	মাসুমা বেগম	০১৭২৫৯২৬৪৬৯
		সম্পাদক	কোস্ট ফাউন্ডেশন	রাশিদা বেগম	০১৭১৩৩২৮৮০২
৬.	পিরোজপুর	সভাপতি	পিজিইউএস	জিয়াউল আহসান	০১৭১১৫৭২৯৪৩
		সম্পাদক	নারীনেত্রী	খালেদা আক্তার হেনা	০১৭১২৮১৭৪২৫

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মানিকগঞ্জ	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	রোমেজা আকতার মাহিন	০১৭১২৯৬৬৩৭৩
		সম্পাদক	প্রেসক্লাব, মানিকগঞ্জ সেক্রেটারী	জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস	০১৭১২৭২৬৩৬২
২.	নরসিংদী	সভাপতি	অনামিকা মহিলা সমিতি	শাহিনা আক্তার অনি	০১৬৮১ ৭৫১৭০০
		সম্পাদক	ম্যাবস	মো: আলী হোসেন	০১৭৩১১৯৮০১৩
৩.	ফরিদপুর	সভাপতি	দিপা	মো. ফজলুল হক	০১৭১৩৫৪৬০৩০
		সম্পাদক	জন্মভূমি উন্নয়ন সংস্থা	মো. সাইফুল হাসান মিলন	০১৭১৮ ৩৮৪৭৪৪
৪.	কিশোরগঞ্জ	সভাপতি	র‍্যাক বাংলাদেশ	এবাদুর রহমান বাদল	০১৭১৩০১৩২৪৪
		সম্পাদক	হাওড় ফার্মার্স এন্ড ফিশার্স এলায়েন্স	অনুপম মাহমুদ	০১৭১১ ৩১৮৬৭৯
৫.	শরিয়তপুর	সভাপতি	সবার তরে আমরা ফাউন্ডেশন	মনিরা বেগম	০১৭১৯৭৫৯৩৮০
		সম্পাদক	দৈনিক বর্তমান এশিয়া	সুমাইয়া শারমীন	০১৭৬২ ৭৬৬৫২৫
৬.	গাজীপুর	সভাপতি	এডাব, গাজীপুর	আলিম	০১৭৩১৪২৫৬৭৮
		সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	ইব্রাহিম খান	০১৭১৬৩৫০৪২০
৭.	টাঙ্গাইল	সভাপতি	মৌচাষ উন্নয়ন সংস্থা	আবুল হোসেন	
		সম্পাদক	আরপিডিও	রওশন আরা লিলি	০১৭১২২২৯৭০৪
৮.	মুন্সিগঞ্জ	সভাপতি	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	সোহানা তাহামিনা	০১৭৩৭ ৩৭৭৯৪৫
		সম্পাদক	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	আসিয়া খাতুন জিলু	০১৯১১ ২২৬৫৫৫
৯.	নারায়নগঞ্জ	সভাপতি	নারী কল্যান সংস্থা	রহিমা আক্তার লিজা	০১৯১৭৭৩৮৪০৫
		সম্পাদক	সোহা	নজরুল ইসলাম ঢালী	০১৭১২৭৯৭২৪৯
১০.	মাদারীপুর	সভাপতি	সূর্য তরণী মহিলা সমিতি	আইরিন সুলতানা	০১৭১৮৫৯৪০৫৪
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান	হোমায়ারা লতিফ পান্না	০১৭১১১৬৯৭৪৭
১১.	রাজবাড়ী	সভাপতি	স্বেচ্ছাসেবী বহুমূখী উন্নয়ন মহিলা সমিতি	শামীমা আক্তার মুনমুন	০১৭১৫৬৯৬৩০৬
		সম্পাদক	আরইউএস	লুৎফর রহমান লাবু	০১৯৮১০৯৩৪৯১

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১২.	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	প্রধান শিক্ষক	অনিমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৫৩৬৮৫২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শিবলী আনোয়ার	০১৭১১৫৬৫৯৯৮
১৩.	ঢাকা	সভাপতি	জি বি এস এম	মাসুদা ফারুক রত্না	০১৭১১১৭৭৫৯৮
		সম্পাদক	শিল্ড	মো. মাহবুব আলম ফিরোজ	০১৭১৮০৫৮২২৫

ময়মনসিংহ বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	ময়মনসিংহ	সভাপতি	তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা	খন্দকার ফারুক আহমেদ	০১৭১২৯৯০১৭৩
		সম্পাদক	তৃণমূল নারী উন্নয়ন সমিতি	আইনুন্নাহার	০১৭১১৪৭৯৯০৯
১.	শেরপুর	সভাপতি	সৃজন মহিলা সংস্থা	শিখা সাহা	০১৭১১৪৬৮২৫৩
		সম্পাদক	এস ডি সি	দিলিপ মুরং	০১৭১১২৬৫৩০৫
৩.	নেত্রকোনা	সভাপতি	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	মো: রোকনুজ্জামান	০১৭১৪৩৩৯৬৭৬
		সম্পাদক	সেরা এনজিও	মো. আলী বাদশা	০১৫৫২৯৬১০০২
৪.	জামালপুর	সভাপতি	আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)	মে. আব্দুল হাই	০১৭১৪৩৫৭৫৮৫
		সম্পাদক	ঝুমকা বাংলাদেশ	শারমীন কবির বীনা	০১৭১১১৩৩৬৭৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	নোয়াখালী	সভাপতি	অর্পণ	আব্দুল কাদের হাজারী	০১৭২৬ ৪২৯৫৭১
		সম্পাদক	বসতি	মশিউর রহমান মিঠু	০১৭১৫ ০৮১০৪৭
২.	চাঁদপুর	সভাপতি	নবরূপ	পি. এম. বিল্লাল	০১৮৭৬৪৪৮৭৪৯
		সম্পাদক	আরসিডিএস	সাদেক শফি উল্লাহ	০১৭১২ ৬৫৪৬০১
৩.	ফেনী	সভাপতি	এল আই এফ ডি	মর্জিনা বেগম বেবী	০১৭১২ ৬৮৮৫৯৬
		সম্পাদক	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি	শাহানাজ জাহান	০১৭৩২ ৪৪১৫৭৪
৪.	কুমিল্লা	সভাপতি	প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা	মাহমুদা আক্তার	০১৭১১৩৭৯০৫৫
		সম্পাদক	স্মৃতি সমাজ কল্যাণ সংস্থা	সালমা আক্তার	০১৭১৫৭৩৬০০৬
৫.	বাক্ষণবাড়ীয়া	সভাপতি	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	এ কে এম আশরাফুল হক	০১৭৫৫ ৫৪২৩৪২
		সম্পাদক	স্বদেশী	আজিজুর রহমান	০১৭১৮০৬৩৬৩১
৬.	কক্সবাজার	সভাপতি	লেকচারার কক্সবাজার সিটি কলেজ	রোমেনা আক্তার	০১৮৩৫২৯৯১১০
		সম্পাদক	কোস্ট ফাউন্ডেশন	তাহরিমা আফরোজ	০১৭৬২৬২৪৮০৫
৭.	খাগড়াছড়ি	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	শেফালীকা ত্রিপুরা	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	মথুরা ত্রিপুরা	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬
৮.	লক্ষ্মীপুর	সভাপতি	প্রয়াস	সাবিনা ইয়াছমিন	০১৭৩৪-৫৩৩৩৫৭
		সম্পাদক	উসাপ	মো: সেলিম	০১৮১২০৭৩০৬০
৯.	চট্টগ্রাম	সভাপতি	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	০১৮১৯৩২৬২০৬
		সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	রিজিয়া বেগম	০১৭১৩১০২৫৪৭
১০.	রাঙ্গামাটি	সভাপতি	ডব্লিউইএডি	নাইউপ্রু মারমা মেরী	০১৮২০২৩৬২৪৮
		সম্পাদক	জুম ভিউ ফাউন্ডেশন	সুজল কান্তি চাকমা ০১৫৫৬৪৯৮৮২০	০১৭১৪৪৬৩৮৭৪
১১.	বান্দরবান	সভাপতি	অনন্যা কল্যাণ সংস্থা	ডনাইপ্রু নেলী	০১৫৫৬৪৯৭১৯৮
		সম্পাদক	মানবাধিকারকর্মী	এডভোকেট মাধবী	০১৫৫৬৭৪৩৭২৭

সিলেট বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	হবিগঞ্জ	সভাপতি	নারীনেত্রী	তাসমিনা বেগম গিনি	০১৭১১১২৩৮১৮
		সম্পাদক	প্রাকৃতজন	তোফাজ্জল সোহেল	০১৭১১৩৭১০৭৩
২.	সিলেট	সভাপতি	সম্পাদক- সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা	হাসিনা বেগম চৌধুরী	০১৭১১১৮২৯৫৯
		সম্পাদক	সাইনিং	এডভোকেট তাহেরা স্বপ্না	০১৭১৫০২১২২১
৩.	মৌলভী বাজার	সভাপতি	জে কি সি	নীল মণি সিং	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		সম্পাদক	ইসা	প্রভা রাণী বাড়াইক	০১৭১২৫১৬২৮৭
৪.	সুনামগঞ্জ	সভাপতি	পি এ ডি এম এ	সাজ্জাদুর রহমান	০১৭১২৩৩০১০৯
		সম্পাদক	সাথী	বিকাশ চন্দ্র দাস	০১৭২৭৫৬৪৩৪৪

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩, রোড: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: +৮৮০২ ৫৮১৫০০৮২/৫৮১৫২৮২১/৫৮১৫২৭৯০

ইমেইল- info@equitybd.net ওয়েব: www.equitybd.net